ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
******

স-২৮৮০
আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''ধলাইয়ে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব,'' এই শিরোনামে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে লংতরাইভ্যালি মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে,মানিকপুর পিএইচসি, পিএমএস(২৩-কিলো)পিএইচসি এবং ছামনু সিএইচসি-এর অধীনে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ মোট ১৪টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র সঠিক স্থানে অবস্থিত, কিন্তু বাকি উপ- স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।

লংতরাইভ্যালি মহকুমার মানিকপুর, ছামনু এবং ২৩ কিলো-এর মতো দুর্গম এলাকাগুলির উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য পূর্ব-পরিকল্পিত স্বাস্থ্য শিবির, মাস স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রায়শই ফিল্ডে থাকেন। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে নিয়োজিত সিএইচও এবং এমপিডব্লিউ কর্মীরা প্রতিদিন তাই ঐ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসে কাজ করতে পারেন না। ফলে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি যখন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া আছে যে, কেউ যদি ফিল্ডে থাকেন, তবে তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটের সামনে একটি নোটিশ দিয়ে রাখবেন যে ঐ দিন তারা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন না এবং তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমে ঐদিন পূর্বনির্দিষ্ট পাড়ায় রয়েছেন।

****